তারিখ 10 FEB 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক খবর

18

দেশকে অবৈধ অস্ত্র মুক্ত করার লক্ষ্যে

গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ এক নজিরবিহীন বৈঠকে মিলিত হয়ে শিক্ষাঙ্গনসহ সারা দেশকে অবৈধ অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছেন। বৈঠকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে যে কাউকে গ্রেফতার করা হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া থাকবে না। তাদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে, তারা এ ধরনের রাজনীতি চান যা অস্ত্র বিরোধী এবং যার ভিত্তি নৈতিকতার ওপর। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছাত্রদের অঙ্গীকারকে স্বাগত জানান এবং বলেন, পুলিশকে সহযোগিতা করার ছাত্রদের এই সিদ্ধান্ত দেশকে অবৈধ অস্ত্রের অভিশাপমুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে, যা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন।

বৈঠকটি প্রকৃত অর্থেই নজিরবিহীন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে প্রশাসন পর্যায়ে এ যাবৎ বহু বৈঠক হয়েছে। রাজনীতিক ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ ব্যাপারে কথা বার্তা এবং আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত হয়েছে-এমন ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু ছাত্রদের নিয়ে এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠান বাংলাদেশে সম্ভবতঃ এটাই প্রথম। আমরা এর আগে শুনিনি যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ছাত্রদের নিয়ে এ ব্যাপারে কোন কথা বলেছেন। সেদিক থেকে এ বৈঠকটি যেমন ঐতিহাসিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আর সেরকম কোন নজির ইতিপূর্বে ছিলো না বলেই তা নজিরবিহীন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানের কি আদৌ কোন প্রয়োজন ছিলো? এই প্রশ্নের জবাবদানের আগে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা একটু চিন্তা করা দরকার। ভাবা দরকার আমাদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। আমরা জানি, আমাদের সামনে অন্তহীন সমস্যা এবং এও জানি যে, সমস্যাগুলো যত ব্যাপক ও জটিলই হোক না কেন আমাদেরই সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এবং তা করতে হলে সর্ব মহলের সহযোগিতা নিয়েই করতে হবে। আর সে জন্যেই আলোচনায় বসা দরকার। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের আলোচনার সুযোগ অত্যন্ত কম। কেননা ব্যক্তির ইচ্ছাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মতামতকে সেখানে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে প্রশাসন হয়ে পড়ে গণবিচ্ছিন্ন। তাতে সমস্যা বাড়ে বৈ কমে না। কিন্তু গণতন্ত্রের ধর্ম তা নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। আর তা দেয়া হয় বলেই দেশের সমুদয় জনগোষ্ঠীর কোন অংশের মতামতকেই উপেক্ষার চোখে দেখা হয় না। গণতন্ত্রে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে বলে যে কোন সমস্যার প্রশ্নে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায় এবং তা থেকে সমাধানেরও একটা উপায় বেরিয়ে আসে।

সব সমস্যার কথা না বলে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথাই বলি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন অবস্থা বর্তমান সরকারের সৃষ্টি নয়। বলতে গেলে স্বাধীনতার পর থেকেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ছিনতাই, ডাকাতি, বলপূর্বক চাঁদা আদায়, হত্যা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে থাকে বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ ও অপরাধীর দৌরাত্ম্য। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ব্যাপ্তি লাভ করে মাস্তানী তৎপরতা। যার দরুন নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে নিরাপদে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমনকি শিক্ষাঙ্গন এবং রাজনীতির মত আদর্শ ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসের ভয়াবহতা বিদ্যমান। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে। প্রায়ই ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে লংকা কান্ডের। মাস্তানদের দৌরাত্ম্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষও যেন হারিয়ে ফেলেছে প্রতিবাদের ভাষা। প্রকৃত অর্থেই আজ তারা সন্ত্রাসী লোকদের হাতে জিম্মি। আর এই অবস্থা সৃষ্টির মূলে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অবৈধ অস্ত্রের প্রসার। দুষ্কৃতকারীরা বিভিন্নভাবে অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ করে সমাজের বুকে অশান্তির সৃষ্টি করছে। লুটপাট, খুনোখুনি, মারদাঙ্গা-এসব এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আইন-শৃঙ্খলার এই অবনতিশীল পরিস্থিতি জাতির জন্যে এক মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থা যে শুধু নির্বাচন ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে তা নয়-শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথেও তা এক প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় জীবন থেকে এই বাধা অপসারণ করা না গেলে আমাদের কোন মুক্তি নেই।

এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে, গণতন্ত্র তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে যে কোন মূল্যেই হোক দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ জন্যে সর্বাগ্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বিধানের জন্যে চেষ্টা করা দরকার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার। এই সংস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দিলেও বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে তেমন কোন সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি। অথচ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা যদি এ ব্যাপারে একটু সক্রিয় এবং তৎপর হয় তাহলে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে বিরাট রকম সাফল্য অর্জিত হবে। তবে সাথে সাথে আমরা এ কথাও বলতে চাই যে, এমন একটি দুরূহ কাজের জন্যে পুলিশ বাহিনীর শক্তি এবং দক্ষতা উভয়ই বাড়ানো দরকার। কৌশলের দিকটিও বিবেচনায় আনতে হবে। ক্ষমার শর্তে অস্ত্র জমাদানের সুযোগ একবার দেয়া হয়েছে। এ সুযোগ আরও দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া এ ধরনের দুরূহ কাজ একা পুলিশের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় যদি না সর্বমহলের সহযোগিতা থাকে। সবাই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতাদানে এগিয়ে আসবে এমন আশা করাটা ও বাতুলতা। প্রশাসনের সহায়তায় পুলিশের সাথে বিভিন্ন স্তরের জনগণের এ ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। এ ধরনের আলোচনা তাদের অস্ত্র উদ্ধার অভিযান কার্যক্রমকে সহায়তা করবে বলেই আমাদের ধারণা। যেমন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা ও ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত বৈঠকের ব্যাপারে আমরা বেশ আশাবাদী। এ দেশের ছাত্র সমাজ রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে-এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। '৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে এ দেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকাই ছিলো মুখ্য। অতএব, দেশকে অস্ত্রমুক্ত রাখার মত গঠনমূলক কজেও যে তাদের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সংশয় পোষনের কোন কারণ নেই। আমরা মনে করি, সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকদের সাথেও প্রয়োজনে কথা হতে পারে। মোটকথা, জনগণের সহযোগিতা নিয়েই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ জন্যে আলোচনার ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হলেও ক্ষতি নেই। আমরা চাই বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সফল হোক। সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন।